শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

শাংকরভাষ্য :

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥ (৬।১১)
যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥ (৬।১৮)

ইতি শ্বেতাশ্বতরাণাং মন্ত্রোপনিষদি।

'সেয়ং দেবতৈক্ষত' (৬।৩।২) 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' (৬।২।১) ইতি ছান্দোগ্যে।

ননু কথম্ একো দেবঃ জীবপরয়োর্ভেদাৎ॥

ন; 'তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' (তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২।৬) 'স এষ ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্যঃ' (বৃহদারণ্যক উপনিষদ ১।৫।৭) ইত্যাদি শ্রুতিভ্যোঽবিকৃতস্য পরস্য বুদ্ধিতদ্বৃত্তিসাক্ষিত্বেন প্রবেশশ্রবণাদভেদঃ। প্রবিষ্টানাম্ ইতরেতরভেদাৎ পরাত্মৈকত্বং কথমিতি চেৎ, ন; একো দেবঃ বহুধা সন্নিবিষ্টঃ (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৩।১৫)। একঃ সন্ বহুধা বিচারঃ' (তদেব, ৩।১১) 'ত্বমেকোঽসি বহূননুপ্রবিষ্টঃ' (তদেব, ৩।১৫) ইত্যেকস্যৈব বহুধা প্রবেশশ্রবণাৎ প্রবিষ্টানাং চ ন ভেদঃ।

'হিরণ্যগর্ভঃ' (ঋগ্‌বেদ, ১০।১২১।১) ইত্যষ্টৌ মন্ত্রাঃ। 'কস্মৈ দেবায়' ইত্যত্র একারলোপেনৈকদৈবতপ্রতিপাদকস্তৈত্তিরীয়কে।

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥
সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষু-
র্নলিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥
একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধাঃ যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥
নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥

ইতি কাঠকে (২।২। ৯—১৩)

'ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব তদেকং সন্ন ব্যভবৎ (১।৪।১১) 'নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টা' (৩।৭।২৩) ইত্যাদিবৃহদারণ্যকে।

'অনেজদেকং মনসো জবীয়ঃ' (৪) 'তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ' (৭) ইতি ঈশাবাস্যে।

'আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যতিকঞ্চন মিষৎ।' (ঐতরেয় উপনিষদ, ১।১) 'সর্বেষাং ভূতানামন্তরঃ পুরুষঃ স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ।' (ঐতরেয়

আরণ্যক, ৩।৪।১০) 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' (ঋগ্‌বেদ সংহিতা, ১।২২।১৬৪।৪৬) 'একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।' 'দ্যাবাভূমী জনয়ন্দেব একঃ।' 'একো দাধার ভুবনানি বিশ্বা' 'এক এবাগ্নির্বহুধা সমিদ্ধঃ' ইতি ঋগ্‌বেদে। 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্' ইতি ছান্দোগ্যে (৬।২।১)।

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে॥
(৬।৩২)

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥
(৫।১৮)

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যং চ ভূতানামন্ত এব চ॥ (১০।২০)
যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥
(১৩।৩০)

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥
(১৩।৩৩)

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
(১৮।৬৬) ইতি গীতোপনিষৎসু।

হরিরেকঃ সদা ধ্যেয়ো ভবদ্ভিঃ সত্ত্বসংস্থিতৈঃ।
ওমিত্যেবং সদা বিপ্রাঃ পঠত ধ্যাত কেশবম্॥
(৩।৮৯।৯)

আশ্চর্য খলু দেবানামেকত্বং পুরুষোত্তম।
ধন্যশ্চাসি মহাবাহো লোকে নান্যোঽস্তি কশ্চন॥
ইতি হরিবংশে।

ভবতি মনোর্মাহাত্ম্যখ্যাপিনী শ্রুতিঃ 'যদ্বৈ কিঞ্চ মনুরবদত্তদ্ভেষজম্' (তৈত্তিরীয় সংহিতা, ২। ১০।২) ইতি। মনুনা চোক্তম্—

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
সম্পশ্যন্নাত্মযাজী বৈ স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি॥ ১২। ৯১
সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণীং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাম্।
স সংজ্ঞাং যাতি ভগবানেক এব জনার্দনঃ॥
(বিষ্ণুপুরাণ ১।২।৬৬)

ভাবানুবাদ : স্রষ্টা কীভাবে সৃষ্টিতে আছেন, সেই ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার অনুসরণ করেছেন ঋগ্‌বেদ ও উপনিষদ। অদ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি দেখছেন যে এই দেব (কিম্ একম্ দেবম্...) শুধু এক নন। তিনিই একমাত্র, অদ্বিতীয়। তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ উদ্ধৃত করে ভাষ্যকার বলছেন, তিনিই সেই একমাত্র দেবতা যিনি সকল প্রাণীর হৃদয়ে অন্তরাত্মারূপে অধিষ্ঠিত। তিনি নির্গুণ, সর্বব্যাপী। তিনি চৈতন্যস্বরূপ, জীবের হৃদয়ে সাক্ষিরূপে (বিবেক) আছেন, তিনিই কর্মাধ্যক্ষ—জন্মজন্মান্তরের কর্মফলদাতা।

তাই উপনিষদের ঋষি তাঁর কাছে প্রার্থনা করেন, যিনি স্বয়ং ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে চতুর্বেদ প্রদান করেছেন। মুমুক্ষু আমি আত্মজ্ঞান প্রকাশক সেই দেবতার শরণ নিচ্ছি। ছান্দোগ্য উপনিষদেও 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বলা হয়েছে স্রষ্টাকে।

ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এই তত্ত্ব মেনে নেওয়া যায় না। জীবাত্মা-পরমাত্মাতে কোনও ভেদ নেই—এটা কীভাবে মেনে নেওয়া যায়?

ভাষ্যকার শ্রুতির উদ্ধৃতি এনে বলছেন, (তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২।৬, ৩।১৪, ৩।১১, বৃহদারণ্যক উপনিষদ ১।৪।৭), পরমেশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করে তাতেই অনুপ্রবিষ্ট হয়েছেন, প্রাণীর শরীরের নখ থেকে মাথা পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁর সত্তা বর্তমান। প্রাণীর বুদ্ধির সাক্ষিরূপে তিনি বর্তমান, তাই তাঁকে বাদ দিয়ে জীবের আলাদা কোনও সত্তাই নেই। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে 'কস্মৈ দেবায়' মন্ত্রটির অর্থ 'একস্মৈ দেবায়' রূপে তৈত্তিরীয় উপনিষদ গ্রহণ করেছে।

ব্যবহারিক জীবনেও তীক্ষ্ণভাবে বিচার করলে দেখা যায়, নিরাকার বস্তুর কোনও ভেদ নেই। আধার অনুযায়ী সে রূপ পরিগ্রহ করে। কঠোপনিষদে এই উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যে—

(ভাষ্যে উল্লিখিত মন্ত্রের অনুবাদ :) যেমন একই আগুন পৃথিবীতে প্রবেশ করে দাহ্যবস্তুর আকার অনুযায়ী সেই সেই আকারবিশিষ্ট হয়, সেইরকম অদ্বিতীয় সর্বান্তর্যামীও জীবদেহগুলিতে প্রবিষ্ট হয়ে

তাদের সদৃশ হয়েছেন; অথচ তাদের দ্বারা অস্পৃষ্ট হয়ে তদতিরিক্ত হয়ে বর্তমান রয়েছেন।

আগুন যখন কোনও দাহ্যবস্তুকে আশ্রয় করে জ্বলে ওঠে, তখন যে আমরা বলি 'বিশাল আগুন' বা 'সামান্য আগুন' তা আগুনকে কেন্দ্র করে নয়, ওই দাহ্যবস্তুকে লক্ষ্য করে। যেমন প্রাসাদ জ্বলে উঠলে আমরা বলি বিশাল আগুন, সেখানে ওই বিশালত্ব প্রাসাদের, আগুনের নয়। দেশলাই কাঠির আগুনকে সামান্য আগুন বললে ওই সামান্যত্ব দেশলাই কাঠির, আগুনের নয়। অথচ ব্যবহারকালে আগুনের বিশেষণ বলেই আমরা ভাব-বিনিময় করি। বিচার করলে বোঝা যায় আগুন কখনও 'বিশাল' বা 'সামান্য' হতে পারে না। আগুন আগুনই, দাহ্য বস্তু থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

(ভাষ্যে উল্লিখিত মন্ত্রের অনুবাদ :)

যেমন একই বায়ু পৃথিবীতে প্রাণরূপে প্রবেশ করে বিভিন্ন দেহ অনুযায়ী সেই সেই আকারবিশিষ্ট হয় সেইরকম অদ্বিতীয় সর্বান্তরবর্তী আত্মাও জীবদেহে জীবদেহগুলির সদৃশ হয়েছেন; অথচ তদতিরিক্ত নিজের অবিকৃত স্বরূপে বর্তমান রয়েছেন।

বায়ুকে নিয়ে একইরকম ভ্রম আমরা করি, তেমনই আমরা অন্তরাত্মাকে ভেদযুক্ত করে বিভাজিত করে ফেলি।

(ভাষ্যে উল্লিখিত মন্ত্রের অনুবাদ :)

সূর্য যেমন জীবমাত্রেরই দর্শনের হেতু হয়েও চাক্ষুষ পাপ ও অশুচিদর্শন ইত্যাদি বাহ্যদোষের দ্বারা লিপ্ত হন না, সেইরকম নিখিল জীবের আত্মা এক হয়েও জাগতিক দুঃখে লিপ্ত হন না, কারণ তিনি সেগুলির অতীত।

সর্বভূতের অন্তরাত্মার স্বরূপে সকলের নিয়ন্তা হয়ে যে অদ্বিতীয় আত্মা এক রূপকে বহুধা বিভক্ত করেন, তাঁকে যে বিবেকী ব্যক্তিরা আচার্যের উপদেশ অনুযায়ী নিজ বুদ্ধিতে দর্শন করেন তাঁদেরই শাশ্বত সুখ হয়।

সকল অনিত্য বস্তুর যিনি শাশ্বত কারণশক্তি, সচেতনদেরও যিনি চৈতন্যস্বরূপ, যিনি অদ্বিতীয় হয়েও বহুজীবের কর্মফল বিধান করেন, তাঁকে যে সকল ধীমান ব্যক্তি গুরুবাক্য অনুযায়ী নিজ বুদ্ধিতে দর্শন করেন, তাঁদেরই শাশ্বত সুখ হয়।

বৃহদারণ্যক, ঈশ, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য এই এক এবং অদ্বিতীয় তত্ত্বকে সমস্ত প্রাণীর অন্তরাত্মাতে অভিন্ন বোধে বোধ করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলেছেন, যে-যোগী সমত্ববুদ্ধি অবলম্বন করে সর্বভূতে ভেদজ্ঞান পরিহার করে সকলের মধ্যে স্থিত আমাকে ভজনা করেন, তিনি আমাতেই অবস্থান করেন।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গোরু, হাতি, কুকুর—সকলের মধ্যে সেই একই আত্মা বিরাজিত, এই তত্ত্ব জেনে পণ্ডিতেরা সমদর্শী হন।

হে জিতনিদ্র অর্জুন, সর্বভূতের হৃদয়স্থিত আত্মা আমি, সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তে আমিই একমাত্র আছি।

যখন সাধু প্রাণিসকলের পৃথক পৃথক ভাব এক ব্রহ্মবস্তুতেই অবস্থিত এবং তা থেকেই বহুত্বের বিস্তৃতি অবগত হন, তখন তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন।

হে ভারত, যেমন এক সূর্য সমগ্র জগতকে প্রকাশিত করে, তেমনি এক ক্ষেত্রীরূপী আত্মা সমস্ত ক্ষেত্র বা দেহকে প্রকাশিত করেন।

সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে তুমি একমাত্র আমার শরণ নাও, আমি তোমাকে সবরকম পাপ থেকে মুক্ত করব। শোক কোরো না।

শ্রুতি, স্মৃতি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রাণীমাত্রে, জীবে-জীবে ভেদ, বিভিন্নতাকে পারমার্থিক ভ্রান্তি বলে দেখালেন আচার্য শংকর। পরমাত্মা এক, অভিন্ন। সৃষ্টিতে নানাত্ব বলে কিছু নেই।

এবার প্রকরণ দেবতাবর্গের—আচার্যের প্রদত্ত উদ্ধৃতির আলোয় মুছে যাচ্ছে দেবতাদের অন্তঃস্থ ভেদ, তাঁদের তনুরেখার সীমাবদ্ধতা।

হরিবংশে বলা হয়েছে, সত্ত্বগুণী মানুষদের দ্বারা একমাত্র হরিই সর্বদা ধ্যেয়। বিপ্ররা ওঁ রূপে কেশব সম্পর্কিত পাঠ এবং মনন করবেন।

হে পুরুষোত্তম, দেবতাদের মধ্যে একমাত্র আপনিই আশ্চর্য। হে মহাবাহু, আপনিই ধন্য, জগতে আপনি ছাড়া আর কেউ নেই। *(ক্রমশ)*